প্রথম আলো

তারিখ 05 MAR 2012

পৃষ্ঠা - ২ - কলাম

- আবাসিক এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় দেখার কেউ নেই
- তুচ্ছ কারণে মারামারি, বাসিন্দাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত
- আরও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আসছে

সারি সারি ক্যাম্পাস, নিয়ম মানছে না কেউ

মোশতাক আহমেদ ●

বনানী, ধানমন্ডিসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে সারি সারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ব্যস্ততম সড়ক ও আবাসিক এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না করার সরকারি সিদ্ধান্ত থাকলেও তা মানা হচ্ছে না।

একই স্থানে অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় থাকায় তুচ্ছ ঘটনায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেধে যায় সংঘর্ষ। এতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন আবাসিক এলাকার বাসিন্দারা। গত শনিবারও বনানীতে দুই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ভাঙচুর করা হয় গাড়ি ও বাসাবাড়ি।

স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে জনসংখ্যা ও এলাকার দূরত্ব অনুযায়ী একটা নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এ রকম নিয়ম নেই। যে যার মতো, যেখানে খুশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আবার সরকারের অনুমোদন ছাড়াই চালাচ্ছে শিক্ষা-বাণিজ্য। এসব দেখার যেন কেউ নেই। এ অবস্থায় আরও ১৫-২০টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

ঢাকায় ৪৪টিসহ সারা দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৪। এগুলোর মধ্যে মাত্র ১১টি নিজস্ব ক্যাম্পাসে গেছে। অন্যগুলোকে আরও এক বছর সময় দেওয়া হয়েছে। নিজস্ব ক্যাম্পাসে না গেলে বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সরকার।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়মনীতি ছাড়াই পরিচালিত হয়ে আসছিল। আমরা এগুলোকে নিয়মের মধ্যে আনার চেষ্টা করছি। এ জন্য নতুন আইন করে সে অনুযায়ী তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য সময় বেঁধে দিয়েছি। বেশির ভাগই জমি কিনে ক্যাম্পাস করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।' একই ধরনের কথা বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান এ কে আজাদ চৌধুরী।

ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, ধানমন্ডি ও বনানী এলাকায় সবচেয়ে বেশি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বনানীর ছোট্ট এলাকাতেই নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩

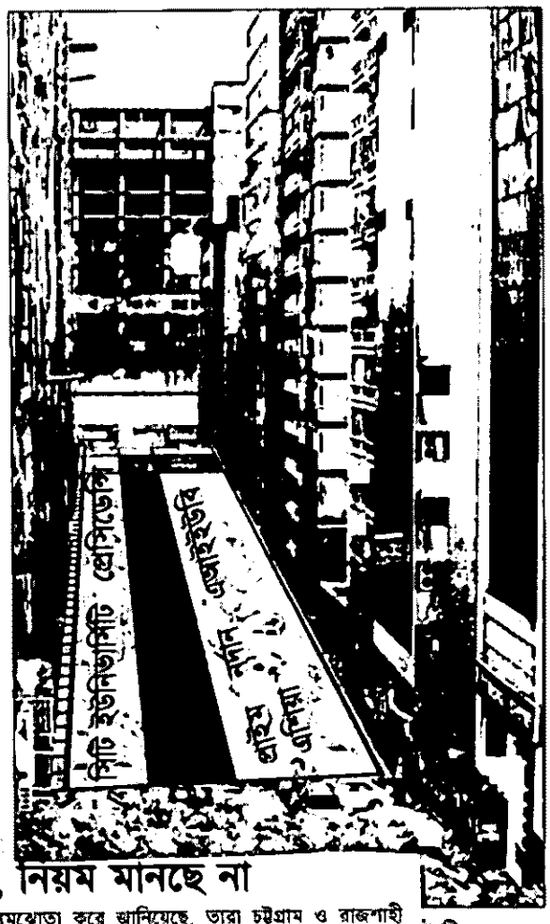

াচটি

সারি সারি ক্যাম্পাস, নিয়ম মানছে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উত্তরায় রয়েছে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। ধানমন্ডিতে রাস্তার দুই পাশে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সারি সারি ১৩টি ক্যাম্পাস। আছে মিরপুর রোডেও।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পৃথিবীর কোথাও এত কাছাকাছি নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় নেই। এটা ভীতিকর ও অসুস্থকর পরিস্থিতি। আমি এগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় বলতেই রাজি নই। বড় বড় কোচিং। একটুকু পরিসর নেই; এগুলো কেমন করে বিশ্ববিদ্যালয় হয়? দ্রুত এগুলোকে ঢাকা শহর থেকে সরাতে হবে।'

রয়েল ইউনিভার্সিটি বনানীর কামাল আতাতুর্ক সড়কের ইকবাল সেন্টার থেকে পাশের একটি ভবনে ক্যাম্পাস স্থানান্তর করেছে। ওই এলাকার একজন বাসিন্দা জানান, এলাকাটি আবাসিক হওয়া সত্ত্বেও এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর করা হয়েছে। ইউজিসির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বরত সদস্য আতফুল হাই শিবলী বিষয়টি স্বীকার করে বলেছেন, তারা নতুন জায়গায় পুরো কার্যক্রম স্থানান্তর করছে বলে জানিয়েছে।

বনানী এলাকায় কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আবার অনুমোদন ছাড়াই ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। অতীশ দীপংকর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ঢাকার গুলশানে প্রতিষ্ঠার অনুমোদন পেওয়া হয় ২০০৪ সালে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি ইউজিসির অনুমোদন ছাড়াই বনানীর ৪ নম্বর রোডে ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। পান্থপথ ও উত্তরাতেও তাদের ক্যাম্পাস রয়েছে।

অতীশ দীপংকরের রেজিস্ট্রার কবির হোসেন তালুকদার অবশ্য বলেছেন, তাঁরা ইউজিসিকে জানিয়েই বনানীতে ক্যাম্পাস চালাচ্ছেন। আর পান্থপথ ও উত্তরায় ক্যাম্পাসগুলোর বিষয়ে ইউজিসি তদন্ত করেছে।

এ বিষয়ে ইউজিসির সদস্য আতফুল হাই বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়টির বনানী, পান্থপথ ও উত্তরা ক্যাম্পাসের অনুমোদন নেই।

শুধু অতীশ দীপংকর ইউনিভার্সিটি নয়, নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে এভাবে বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। এতে সনদ-বাণিজ্যসহ নানা ধরনের অনিয়মের ঘটনা ঘটছে।

সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা (আউটার) ক্যাম্পাস থাকতে পারবে না। কিন্তু দারুল ইহসানসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনার অভিযোগ আছে। নর্দান ইউনিভার্সিটি রাজশাহীতে আউটার ক্যাম্পাস করছে বলে জানিয়েছে ইউজিসি। খুলনায়ও তাদের ক্যাম্পাস থাকার

সমঝোতা করে জানিয়েছে, তারা চট্টগ্রাম ও রাজশাহী শাখায় আর শিক্ষার্থী ভর্তি করবে না। আতফুল হাই বলেছেন, এ বিষয়ে ইউজিসি গণবিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। তবে একটি সূত্র জানিয়েছে, ইউআইটিএস রাজশাহী ও চট্টগ্রামের ক্যাম্পাসকে বৈধ করতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবেদন করেছে। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও রয়েছে নানা ধরনের অভিযোগ।

আরও বিশ্ববিদ্যালয় আসছে: দেশে সরকার অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১০-১২টি ভালোভাবে চলছে। এই প্রেক্ষাপটে সরকার নতুন করে আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিতে যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, আরও ১৫-২০টির মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। তবে শিক্ষাবিদেরা বলছেন, ঢাকায় আর বিশ্ববিদ্যালয় দেওয়া ঠিক হবে না।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা খুব শিগগির নতুন কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেব। তবে কতটি দেওয়া হবে, তা এখনো ঠিক হয়নি।'

২০১০ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আইন করার পর এ পর্যন্ত প্রায় ১০০ আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ইউজিসি ৭২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরেজমিন প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

দারুল ইহসানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ: চার ভাগে বিভক্ত হয়ে দেশজুড়ে অবৈধ শাখা ক্যাম্পাস খুলে শিক্ষার নামে বাণিজ্যের অভিযোগে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন। কয়েক দিন আগে কমিশন তাদের প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, কমিশনের প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধের জন্য সরাসরি না বলা হলেও তারা যেভাবে বলেছে, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়টি চলতে পারে না। তারা সুপারিশে ব্যবস্থা নেওয়ার আগে আইন অনুযায়ী কারণ দর্শাতে বলেছে।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন আমাদের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা সেটি দেখে তার আলোকে ব্যবস্থা নেব।' শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, পাঁচ বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার শর্তে ১৯৯৩ সালে ধানমন্ডিতে সাময়িক অনুমোদন পায় দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু তারা সেই শর্ত পূরণ করেনি, বরং মূল ট্রাস্টি চার ভাগে বিভক্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা ক্যাম্পাস স্থাপন করে শিক্ষার নামে ব্যবসা করছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শাখা ক্যাম্পাস ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতির কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে দেশজুড়ে ৮৪টি শাখা ক্যাম্পাস থাকার তথ্য পাওয়া গেছে।